রিয়াদে বাংলা বর্ষবরণ ১৪১০

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, প্রাবন্ধিক ও কবি এবং মধ্যপ্রাচ্যের সবচে' বর্ষীয়ান প্রকাশনা বাংলা সাহিত্যপত্র 'মরুপলাশ' এর উপদেষ্টা ডক্টর এ-কে আব্দুল মোমেন এর ব্যক্তিগত উদ্দ্যোগে আয়োজিত রিয়াদে বাংলা বর্ষবরণ ১৪১০ এর উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। যাতে ইলিশ ভাজি থেকে শুরু করে রকমারি ভর্তারও আয়োজন ছিল। সুস্বাদু ভর্তা যে সকল ভাবীরা তৈরী করেছেন তাদের জন্যে রাখ হয়েছিল বিশেষ পুরস্কারও। অনুষ্ঠানটিতে কোন নিরস আলোচনার পর্ব ছিলনা। তাই সরাসরি শুরু হয় সাংস্কৃতিক পর্ব। যাতে ছিল কবিতা, ছড়া, নাচ, এবং গান। মধ্যপ্রাচ্যের বাঙালি কবিদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত রিয়াদ প্রবাসী তিনজন কবি তাদের সৃষ্টি অনুষ্ঠানে উপস্থাপন করেন। তারা হলেন: কবি ফিরোজ খান, কবি শাহজাহান চঞ্চল, ছড়াকার ও 'মরুপলাশ' সম্পাদক দেওয়ান আব্দুল বাসেত। গত ১৬ এপ্রিল ২০০৩ বুধবার রিয়াদের অদূরে হাইয়াল ডিপ্লোমেসিতে ড: মোমেন আয়োজিত উক্ত শুভ নববর্ষ ১৪১০ এর মঞ্চে রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশন করছে লুবনা বাসেত বৃষ্টি। তার পাশে উক্ত অনুষ্ঠানের উপস্থাপিকা ডা: ইসরাত শিরিন। পহেলা বৈশাখের নৃত্যে রিয়াদের দু'জন সম্ভাবনাময় শিশু নৃত্যশিল্পী জেকরা বাসেত নদী ও মীনা মাহমুদ। উল্লেখ্য এদিন 'মরুপলাশ' এর একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

রিয়াদে বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা শেষে পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হয়ে এসেছিলেন সউদী আরবে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এবং বিশেষ অতিথি হয়ে এসেছিলেন সউদী শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিদেশ শিক্ষা বিভাগের পরিচালক ও পরিদর্শক এবং বাংলাদেশ মিশনের উপ-প্রধান। মঞ্চে দন্ডায়মান বাম থেকে ভাইস প্রিন্সিপাল হারুন অর রশীদ, স্কুল এন্ড কলেজের পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত সদস্য জনাব শামসুল আলম, সিগনেটরী আব্দুস সাত্তার, সউদী শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিদেশ শিক্ষা বিভাগের পরিচালক ইউসুফ আল বাররাক, বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এস, কে, শারজিল হাসান, পর্ষদের চেয়ারম্যান খন্দকার দেলোয়ার হোসেন, ভাই-চেয়ারম্যান জাকির খান টিপু, সউদী শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিদেশ শিক্ষা বিভাগের পরিদর্শক মোইদ আল গাহতানী, পর্ষদের সদস্য গোলাম সরোয়ার ও বাংলাদেশ মিশনের উপ-প্রধান জনাব মোহম্মদ জাফর।

রিয়াদ থেকে : দেওয়ান আব্দুল বাসেত

রিয়াদে গত ১৬ এপ্রিল ২০০৩ ইং বুধবার বাঙলা নববর্ষ ১৪১০ উদ্‌যাপন এর আয়োজক বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, প্রাবন্ধিক ও কবি ডক্টর এ-কে আব্দুল মোমেন। একজন নিখুঁত বাঙালি না হলে দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং দেশজ সংস্কৃতির প্রতি কোন মমত্ববোধ থাকে না। সে অর্থে রিয়াদে ডক্টর আব্দুল মোমেন সত্যিকারভাবেই একজন বাঙালি। যার প্রমাণ তিনি বাচ্চাদের কলকাকলিতে মুখরিত হয়েছিল সেদিনের সেই মরুর সন্ধ্যা। বাঙালি গিন্নীরা এনেছিলেন রকমারি ভর্তা ও বৈশাখী পিঠা-পুলি। যার জন্যে ডস্টর মোমেন রেখেছেন বিশষ পুরস্কার। খাবারের তালিকায় ছিলো ইলিশভাজিও। তবে ডক্টর মোমেন একজন বাঙালি মার্কিন নাগরিক হয়েও (সফট ড্রিংক) পেপসি, কোকাকোলা জাতীয় ঠান্ডা পানীয় বয়কট করেছেন। কেননা এসব কোম্পানীগুলোর মালিকানায় রয়েছে মার্কিনী এবং ইসরাইলী। অতিথিদের জন্যে রেখেছেন বোতলের পানি এবং জুস। বাচ্চাদের জন্যে বেলুন চকোলেট। অনুষ্ঠানটিতে কোন নিরস আলোচনার সুযোগ রাখেননি ডক্টর মোমেন। যার জন্যে অনেকেই কিছু আশা নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেও তাদের কণ্ঠের চর্চাটির আর সুযোগ হয়নি। আয়োজনটিকে আনন্দঘন করার জন্যে তিনি রিয়াদ প্রবাসী তিনজন প্রতিষ্ঠিত কবিতে মঞ্চে উপস্থাপন করেন তাদের সৃষ্টি বৈশাখী কবিতা নিয়ে। তাঁরা হলেন কবি ফিরোজ খান, কবি শাহজাহান চঞ্চল ও মরুপলাশ সম্পাদক, ছড়াকার দেওয়ান আব্দুল বাসেত। অনুষ্ঠানসূচীতে আরো ছিলো রবীন্দ্র সংগীত এবং রিয়াদের দু'জন সম্ভাবনাময় শিশু নৃত্যশিল্পীর কালবৈশাখী ঝড়ের মতোই পারফরমেন্স। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন ডাক্তার ইসরাত শিরিন।

মঞ্চে বাম থেকে ডানে বৈশাখী ছড়া আবৃতি করছেন মরুপলাশ সম্পাদক, ছড়াকার দেওয়ান আব্দুল বাসেত, শিশুনৃত্যে ... তাকডুমা ডুম বাজে ঢোল ... বছর ঘুরে এলো আবার পহেলা বৈশাখ ... এর গানের সঙ্গে নৃত্যরত শিশুশিল্পী জেকরা বাসেত নদী এবং একটি দেশজ গানের কোরিওগ্রাফ করছে অন্য একজন শিশু নৃত্যশিল্পী মীনা মাহমুদ।

রিয়াদে গত ১৬ এপ্রিল ২০০৩ ইং বুধবার বাঙলা নববর্ষ ১৪১০ উদ্‌যাপন এর আয়োজন করেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, প্রাবন্ধিক ও কবি ড: এ-কে আব্দুল মোমেন। একজন নিখুঁত বাঙালি না হলে দেশীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের প্রতি থাকে না কোন মমত্ববোধ। সে অর্থে রিয়াদে ড: মোমেন সত্যিকার ভাবেই একজন বাঙালি। যার প্রমান তিনি একাই এই দূর প্রবাসে আয়োজন করেন প্রতিবারই এমনি বাংলা বর্ষবরণের মত অনুষ্ঠানের। যেখানে দেশীয় নৃত্যকলা থেকে শুরু করে দেশজ ও রবীন্দ্র সংগীত এবং রকমারী ভর্তা ও ইলিশ ভাজির আয়োজন ছিলো। অনুষ্ঠান শেষে সুভ্যেনীর ছবিতে মাঝে ড: মোমেন তার আমন্ত্রিত অতিথিদের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে।

অমর একুশ ২০০৩ এ বাংলা একাডেমী চত্বরে বইমেলা চলাকালীন 'মরুপলাশ' সম্পাদক ছিলেন স্বদেশে। তিনি বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক এবং সাপ্তাহিক সম্পাদকদের সাথে সাক্ষাতের পাশাপাশি দেশবরেণ্য কবি সাহিত্যকদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন। বাংলা একাডেমীতে কর্মরত বাংলাদেশের খ্যাতিমান ও জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেনে সঙ্গে তিনি কথা বলেন। 'প্রবাসে সাহিত্যচর্চা' শিরোনামে মধ্যপ্রাচ্যে প্রবাসী বাঙালিদের একটি জনপ্রিয় ওয়েবসাইট 'নিউশিপন' নিয়েও পর্যালোচনা হয়। কথাশিল্পী সেলিনা হোসেন প্রবাসী বাঙালিদের জন্যে আমাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা পাঠিয়েছেন। তিনি বলেন - 'আমি আশা করি উক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমেই প্রবাসে সাহিত্যচর্চায় একদিন বাংলা উপন্যাস, গল্প, কবিতা, ছড়ার একটি নতুন মাত্রা বেরিয়ে আসবে - একটি নতুন দিগন্তের সৃষ্টি হবে। প্রবাসে সবাই সুস্থ থাকুন। ভালো থাকুন'।

বাংলা সাহিত্যের প্রবাদ পুরুষ কবি মাইকেল মধুসুদন দত্তের সৃষ্টি নিয়ে গবেষনাকারী একজন বাংলাপ্রেমী ব্রিটিশ লেখক ও গবেষক ডক্টর উইলিয়াম রাদিচে সম্প্রতি বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন। 'মরুপলাশ' এর প্রধান উপদেষ্টা বিশিষ্ট সাহিত্যিক অধ্যাপক হেলাল উদ্দিন আহমদের আমন্ত্রণে ডক্টর রাদিচে কুমিল্লায় এলে তাঁকে অলক্ত সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক সংবর্ধণা দেয়া হয়। কুমিল্লার শাকতলায় অধ্যাপক হেলালের বাসভবন 'টিপু নিকুঞ্জে' এক অন্তরঙ্গ পরিবেশে ব্রিটিশ লেখক ডক্টর উইলিয়াম রাদিচের পাশে বসে আছেন লুঙ্গি পরিহিত বাংলাদেশের লেখক অধ্যাপক হেলাল উদ্দিন আহমদ।

'সুরাঙ্গণ' চাঁদপুরের এক অনবদ্ধ গীটার শিল্পীগোষ্ঠীর নাম। চাঁদপুরের শিল্পকলা একাডেমী কর্তৃক আয়োজিত অমর একুশ-২০০৩ এর সপ্তাহব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে 'সুরাঙ্গণ" অংশগ্রহণ করে শ্রোতা-দর্শক মহলে বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছে। বলা যায় সুরাঙ্গনের মতো দু'একটি সাংস্কৃতিক সংগঠনই চাঁদপুরের সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে এখনও সজীব রেখেছে। সোভিন্যির ছবিতে সংগঠনের নির্বাহী কর্মকর্তাদের উপস্থিতি পেছনে দন্ডায়মান বা থেকে প্রচার সম্পাদক সমীর পোদ্দার, সাধারণ সম্পাদক দীপক ভট্টাচার্য্য, সংগঠনের সব-সভাপতি ও অধ্যক্ষ মোরশেদ আলম খান, কোষাধ্যক্ষ এ, কে, এম শাহজালাল টিংকু, এবং সামনে বা থেঘকে সম্মানিত সদস্যা চন্দনা শর্ম্মা, ও মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা সোমা গাঙ্গুলী।

বাংলাদেশের প্রধান কবি শামসুর রহমানকে মধ্যপ্রাচ্যের সবচে' জনপ্রিয় বাঙলা সাহিত্যের ওয়েবসাইট 'নিয়শিপন' এর পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন মধ্যপ্রাচ্যের বর্ষীয়ান বাংলা সাহিত্যপত্র 'মরুপলাশ' সম্পাদক, ছড়াকার দেওয়ান আব্দুল বাসেত।

ওয়েব সাইটের জন্য
দেওয়ান আব্দুল বাসেত
কর্তৃক সম্পাদিত

click here to visit our website
www.geocities.com/newshipon